দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য হত্যা চেষ্টার পরিকল্পনা ফাঁস

॥ আবুল খায়ের ॥

দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনায় থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। গ্রেফতারকৃত তিন সন্ত্রাসী তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, এই স্কুল এন্ড কলেজে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকার ভর্তি বাণিজ্য হয়। অবৈধ ও টাকার বিনিময়ে ভর্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন ডা. মজিবুর রহমান। এই কারণে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের এক শিক্ষক ও গভর্নিং বডির তিন সদস্য ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এজন্য এক পুলিশ কনস্টেবলের পুত্র জসিমকে দায়িত্ব দেয়। হত্যার জন্য চুক্তি অনুযায়ী জসিম এক লাখ টাকা নিয়েছে বলে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে। গ্রেফতারকৃত তিনজন হচ্ছে শাহেদ, টিপু ও হালিম। গতকাল শুক্রবার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাদেরকে গ্রেফতার করে। ডিবি অফিসে নিয়ে (৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ভিকারুননিসা নূন (প্রথম পৃঃ পর)

তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তারা দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনা প্রকাশ করে দেয়। হত্যার পরিকল্পনাকারী ও জড়িতদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করে দেয় তারা। সন্ধ্যার পর তাদেরকে নিয়ে ডিবি পুলিশ জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যার পর ডা. মজিবুর রহমানের মগবাজার প্রাইভেট চেম্বারে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। চাপাতি দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকলে আশেপাশের লোকজন, আগত রোগী ও দর্শনার্থীদের চিৎকারে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তাকে দ্রুত হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার করে তার মাথায় রক্তক্ষরণ বন্ধ করায় ডা. মজিবুর রহমান বেঁচে যান। পরে তিনি এই হামলার ঘটনায় রমনা থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে মামলাটির তদন্তভার ডিবি পুলিশের উপর ন্যস্ত করা হয়। ডিবির ইন্সপেক্টর রুহুল কুদ্দুসকে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত তিন সন্ত্রাসী ডিবির কর্মকর্তাদের জানায় যে, ডা. মজিবুর রহমান একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে অবৈধ ভর্তি, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তার কারণে অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে কলেজের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক ও তিনজন গভর্নিং বডির সদস্য ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। চুক্তি অনুযায়ী এক পুলিশ কনস্টেবলের ছেলে জসিমকে এক লাখ টাকা দেয়। জসিমের নেতৃত্বে ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার জন্য হামলা চালানো হয় বলে তারা জানায়। ডা. মজিবুর রহমান দুইবার গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অভিভাবকদের মধ্যে তিনি পরিচিত।

গতকাল রাতে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস রোকেয়া আকতার বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অবৈধ ছাত্রী ভর্তির বিরুদ্ধে তার অবস্থান। ডা. মজিবুর রহমানের সুপারিশে ছাত্রী ভর্তি না করায় তিনি তার উপর ক্ষিপ্ত হয়। অবৈধ ছাত্রী ভর্তির সঙ্গে তাকে জড়ানো ষড়যন্ত্র বলে তিনি দাবি করেন।